দৈনিক বাংলা

তারিখ 12/8/83
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

বইয়ের খাতে ব্যয়

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে পত্রিকায়। তাতে 'অপ্রচলিত ভাল বই বিক্রির পুনঃদরপত্র আহ্বান' করা হয়েছে। উল্লিখিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে '৭ম ও ৮ম শ্রেণীর অপ্রচলিত বই ৫,০৩,১৭৩ (পাঁচ লক্ষ তিন হাজার এক শত তেরাস্তর) খানা বিক্রির জন্য প্রকৃত ঠিকাদার/ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সীলমোহরকৃত দরপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে।'

বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর অপ্রচলিত বইয়ের সংখ্যা যে বিপুল তা উপরোল্লিখিত সংখ্যাতত্ত্ব থেকেই স্পষ্ট। এই বিপুল সংখ্যক বই কোন বছরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং কেনইবা অপ্রচলিত তার উল্লেখ আলোচ্য বিজ্ঞাপনে নেই, সুতরাং অনুমান করাও বুদ্ধিমানের কাজ এবং সমীচীন হবে না। বইগুলি কেন অপ্রচলিত হয়ে গেল, তাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ মহলই ভালো বলতে পারবেন।

তবে কারণ যাই হোক, এত বিপুল সংখ্যক বই অপ্রচলিত হয়ে যাওয়ার ফলে তা যেকোনো উপকারী কাজে লাগেনি, এবং ক্ষতিরও কারণ ঘটেছে, তা সহজেই ধরা নেয়া যায়। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর এই বিপুল সংখ্যক বই ছাপাতে ও প্রকাশ করতে যে কি বিরাট অংক ব্যয় হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। বইগুলি যদি প্রচলিত থাকতো এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার কাজে লাগতো, তা'হলেও এই ব্যয়ের ব্যাপারটা মুছে যেতো না, কিন্তু তবুও অন্ততঃ পাঠ্যবইয়ের খাতের উল্লিখিত ব্যয় শিক্ষার্থীদের উপকারে লেগেছে, এটা ভেবে সান্ত্বনা মিলতো।

দেশের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থেই বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড বিপুল ব্যয় করে পাঠ্যবই প্রকাশ করে থাকেন, এবং শিক্ষার্থীরা যাতে বিনামূল্যে, স্বল্পমূল্যে এবং তুলনামূলকভাবে কম দামে স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর বই পেতে পারে তার ব্যবস্থা নেন। শিক্ষার্থীদের উপযোগী, মেধা ও প্রতিভা-বিকাশের অনুকূল এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের উপযুক্ত ও উন্নতমানের বইয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়াও, শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে এসব বই পেতে পারে, অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব যাতে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়, সে-উদ্দেশ্যটাও টেক্সট বুক বোর্ডের বই প্রকাশের পেছনে কাজ করে। বস্তুতঃ, শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার পাঠ্যবই প্রকাশের খাতে বিপুল ব্যয় বরাদ্দ করে থাকেন।

আলোচ্য বিপুল সংখ্যক বই যদি অপ্রচলিত না হতো, তা'হলে এই বইয়ের পেছনে যে বিপুল ব্যয় হয়েছে তার সদ্ব্যবহার হতো, এবং ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরাও হতো উপকৃত। একবার এবং এক সময়ে প্রকাশিত বই-ই প্রতি বছর ও সব সময় চলুক, পাঠ্যবই থাকুক অপরিবর্তিত, এমন কথা বলা চলে না, এবং সেটা বলা সঙ্গতও নয়। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রয়োজনে বই বদলানো হবে, পাঠ্য করা হবে নতুন বই, এতে অবাক হওয়ার এবং আপত্তি করার কিছু থাকে না। বই যদি অধিকতর উপযোগী এবং উন্নতমানের হয় তা'হলে তো আপত্তি করার প্রশ্নও ওঠে না। পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী বদলালে, পাঠ্যবইও বদলাবে, এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। হয়তো বাস্তব কারণে এবং তেমন কোনো অপরিহার্য প্রয়োজনেই নতুন বই রচনা, প্রকাশনা এবং পাঠ্য করতে হয়েছে। ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর আগের প্রচলিত বইগুলি স্বাভাবতই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

কিন্তু তবুও কথা থাকে। যে-প্রয়োজনে এবং যে-কারণেই আলোচ্য পাঠ্যবইগুলো অপ্রচলিত ও বিজ্ঞাপন দিয়ে বিক্রির যোগ্য হয়ে গিয়ে থাকুক না কেন, এ-প্রশ্ন স্বভাবতই আগে যে, এত বিপুল সংখ্যক বই কিভাবে এবং কেন মওজুদ রয়ে গেল? ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যার দিকে লক্ষ্য রেখে, জরীপের ভিত্তিতে এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের অনুপাতে বইগুলি প্রকাশিত হয়ে থাকলে তো এত বিপুল সংখ্যক বই অপ্রচলিত হওয়ার এবং পড়ে থাকার কথা নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই দরিদ্র এবং বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরই পাঠ্যবই কেনার ক্ষমতা নেই। তবুও, অভিভাবকরা কষ্টে-সৃষ্টে হলেও শিক্ষার্থীদের বই কিনে দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এদিক থেকে দেখতে গেলেও এত বিপুল সংখ্যক অপ্রচলিত বই পড়ে থাকার ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হয়। অবশ্য বই পাঠ্য করার এবং তা প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়ার অব্যবহিত পরেই কিংবা স্বল্পকালের মধ্যেই তা অপ্রচলিত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। আর এই বিপুল সংখ্যক বই যদি একাধিক পাঠ্য-বছরের হয়ে থাকে এবং কয়েক বছরের বই জমে এত লাখে দাঁড়িয়ে থাকে, তা'হলে সহজেই তা বোধগম্য।

সব পাঠ্যবই-ই সব সময় প্রচলিত থাকবে, কখনো পাঠ্যবই বদলাবে না, এমন দাবী না করা গেলেও, অন্ততঃ এটুকু বলা যেতে পারে যে, বই পাঠ্য ও প্রকাশ করার সময় সারা দেশে সংশ্লিষ্ট স্তরের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং তাদের বাস্তব প্রয়োজনের দিকটা লক্ষ্য রেখে সেই অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই প্রকাশ করলে, অপ্রচলিত হয়ে পড়ার দরুন কিংবা অন্য কোনো কারণেও, তা বিপুল সংখ্যায় পড়ে থাকার মতো অবস্থা ঘটবে না, এবং বইয়ের খাতে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকবে না। অপ্রচলিত বই শিক্ষার ও শিক্ষার্থীদের কোনো কাজে না লাগলেও, অন্য কাজে অবশ্যই লাগে, এবং সেদিক থেকে এর ডিমান্ড যেমন আছে, তেমনি আছে দামও। 'মরা হাতীর দাম লাখ টাকা' হলেও, অপ্রচলিত বইয়ের দামের ক্ষেত্রে তেমন কথা বলা চলে না। কেননা, তখন বই হিসাবে নয়, মুদ্রিত এবং বাঁধাই করা বইয়ের কাগজ হিসাবেই এর যেটুকু দাম।

কিন্তু ওজন দরে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বিক্রি করতে গিয়েও কি সবক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত দাম মেলে না আদায় করা যায়! টেক্সট বুক বোর্ডের আলোচ্য 'অপ্রচলিত ভাল বই' বিক্রি করতে গিয়ে যদি উপযুক্ত ক্রেতা ও দাম মিলতো, তা'হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিশ্চয়ই 'পুনঃদরপত্র আহ্বান' করে বিজ্ঞাপন দিতে হতো না। এই বিপুল সংখ্যক বই আগামীতে কি দামে বিক্রি করা সম্ভব হবে, এবং এতে লাভ-ক্ষতির পরিমাণটাই বা কি দাঁড়াবে, এটা সংশ্লিষ্ট মহলই ভবিষ্যতে ভালো বলতে পারবেন। টেক্সট বুক বোর্ডের এই বিপুল পরিমাণ অপ্রচলিত বই ভালো দামে বিকালে সেটা হবে আনন্দেরই কথা, কেননা, এতে বইয়ের খাতে সরকারের বিপুল ব্যয়ের আংশিক হলেও উঠে আসবে।

তবে এই বই-বিক্রির ব্যাপারটা যদি সেই 'গাজীর গীতের' মতো—অর্থাৎ দেড় টাকা খেয়ে পাঁচসিকা রুজি' করার মতো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে সেটা শুধু ক্ষতির নয়, দুঃখেরও কারণ হবে। আমাদের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে—সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত কিংবা বেসরকারী কোনো প্রতিষ্ঠানে এবং কোনো খাতেই 'গাজীর গীত'-এর মতো ব্যাপার ঘটতে দেয়া যায় না, এবং সেটা কাম্যও হতে পারে না। কেননা, পরিণামে খাটতি ও ক্ষতির বোঝাটা বইতে এবং সুদে-আসলে শোধ করতে হয় সাধারণ মানুষ—তথা জনগণকেই। 'সরকারী মাল দরিয়ামে ঢাল' কিংবা 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'—এই প্রবাদিক কথাগুলির জন্ম ঔপনিবেশিক আমলে—সেই পরাধীনতার যুগে। স্বাধীনতার এতকাল পরেও যদি এ-ধরনের মনোভাব কোথাও কাজ করে এবং এই প্রবণতার ও ব্যাপার স্যাপারের মৃত্যু না হয়, তাহলে এর চেয়ে দুঃখের আর কি হতে পারে! হিসাব-কিতাব এবং লাভ-লোকসানের সম্ভাবনার, ব্যাপারটা আগে থেকেই বিশেষভাবে ভেবে নিয়ে তবেই আমাদের সবক্ষেত্রে কাজ করা উচিত। যে-কোনো ধরনের ক্ষতি যথাসম্ভব এড়ানোর জন্য সচেষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—নাগরিক